দৈনিক ইনকিলাব

৫

তারিখ NOV 02 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

২ কোটি ছাত্রের জন্য ৬ কোটি বই প্রয়োজন– ছাপার কাজ শুরুই হয়নি

প্রাথমিক পাঠ্যবই ছাপানো নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রেস মালিক ও বিশ্ব ব্যাংকের তেলেসমাতি কাণ্ড

মিনহাজুর রহমান ঃ বছর প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এ মাসেই দেশের স্কুলগুলোতে বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হবে। তারপর নতুন বছরে নতুন ক্লাস শুরু হবে। আর দু'মাস পরেই তো সেই ঈপ্সিত নতুন বছর। নতুন পাঠ্যবইয়ের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে থাকা গন্ধে পুলকিত হয়ে উঠবে ছেলেমেয়েদের মন। শীতের হিমেল আমেজে নরম রোদে স্কুলের মাঠে ছোটাছুটি, নতুন বইয়ের গন্ধ শোঁকার আনন্দ শৈশব-কৈশোরের সেই তো এক বৈশিষ্ট্য। রীতিমত একটি অধিকার। আরও বড় অধিকার– নতুন বছরে পা দিয়ে যথাসময়ে তারা স্কুলের ক্লাসে বসার সুযোগ পাবে, নতুন ক্লাসের পাঠ্যবই হাতে পাবে এবং পড়ালেখায় মনোযোগ দেয়ার সুযোগ পাবে। এসব অধিকার থেকে ছাত্রছাত্রীরা বঞ্চিত হতে পারে– এমন অবস্থা কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না। কিন্তু বিগত কয়েক বছর যাবৎই লক্ষ্য করা যাচ্ছে, নতুন বছরে নতুন ক্লাসে নতুন বইয়ের যে আনন্দ তা মাঠে মারা যাচ্ছে। নতুন বছর আসছে, নতুন ক্লাসেও তারা উঠছে– কিন্তু নতুন পাঠ্যবই তাদের হাতে উঠছে না। সময় মত তারা পড়ালেখাও শুরু করতে পারছে না। তাদের উৎসাহে ভাটা পড়ে যায়। এ এক দুঃসহ যন্ত্রণা নিবেদিত প্রাণ শিক্ষকদের জন্য এবং অভিভাবকদের জন্য। এক ধরনের হতাশা নিয়ে ছোটাছুটি শুরু হয়ে যায়– অভিভাবক ও শিক্ষকদের কোথায় বই পাওয়া যাবে। বই পেতে পেতে নতুন বছর পুরনো হয়ে যায়– প্রায় আধা বছরই পার হয়ে যায় ছেলেমেয়েরা পাঠ্যবই পায় না। লেখাপড়ার ক্ষেত্রে যে বিরাট ক্ষতি হচ্ছে তা পুষিয়ে নেয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এতে শিশু মনে যে হতাশার দাগ কাটে তার নিরূপণ মনস্তাত্ত্বিকরাই করতে পারবেন।

সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য পাঠ্যবই ছাপানোর কাজ এখনও শুরুই হয়নি। দেশে প্রাথমিক স্কুল রয়েছে ৭৭ হাজার ৬৮৫টি। ছাত্রসংখ্যা প্রায় ২ কোটি। বই ছাপাতে হবে ৫ কোটি ৬০ লাখ। এই বিপুলসংখ্যক বই কখন ছাপানো হবে, কখন পরিবেশকদের হাতে যাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। আর ছাত্রদের হাতে কখন পৌঁছবে তা আরও অনিশ্চিত। পৌনে ৬ কোটি বই ছাপানোর কাজ কি এতই সহজ যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও স্কুল টেকস্ট বুক বোর্ডের নির্দেশের সাথে সাথে তা ছাপা হয়ে যাবে? নাকি ছাপা কারখানাগুলোর কাছে আলাউদ্দীনের জাদুর চেরাগ রয়েছে যে তার সাহায্যে নিমিষেই ৫ কোটি ৬০ লাখ বই ছাপা হয়ে বের হয়ে আসবে। হাতে সময় আছে মাত্র দুই মাস। জানা গেছে, ৬৪৫টি প্রেসকে এসব পাঠ্যবই ছাপানোর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এই ছাপাখানাগুলোর ক্যাপাসিটি দিয়ে পাঠ্যবইগুলো ছাপতে প্রায় তিন মাস সময় লেগে যাবে। বিতরণ পর্যায়ে যেতে যেতে আরও ১৫-৩০ দিন সময় লাগতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে আরও অনেক প্রক্রিয়াগত জটিলতা। নতুন জটিলতারও সৃষ্টি হতে পারে। তাহলে ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই পৌঁছাবে কখন?

ছাপাখানাগুলোকে পাঠ্যবই ছাপানোর অর্ডার দেয়ার ব্যাপারে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল, তার নিরসন হয়েছে কিনা এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। যদি ধরে নেয়া যায়, বই ছাপানোর অর্ডার দেয়ার আগে ছাপাখানাগুলো পরিদর্শন নিয়ে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল, তার নিরসন হয়েছে– তাহলে পরিদর্শন দলগুলোর রিপোর্ট সাবমিট করতেও সময়ের প্রয়োজন। এছাড়া সব ছাপাখানা রাজধানীতে অবস্থিত নয়। দেশের বিভিন্ন জেলায় এসব ছাপাখানা রয়েছে। অবস্থার প্রেক্ষিতে মনে হয়, নভেম্বর মাস চলে যাবে আনুষ্ঠানিকতা সারতেই। ছাপার আসল কাজ শুরু হতে হতে ডিসেম্বর মাস। শেষ হতে আরও দুই থেকে তিন মাস। ছাত্রছাত্রীরা তাদের বই পেতে পেতে মার্চ-এপ্রিল হয়ে যাবে। তাও যদি সব ঠিকঠাক মত চলে। আর যদি মাঝপথে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, টেকস্ট বুক বোর্ড ও ছাপাখানার মালিকদের মধ্যে নতুন কোন জটিলতার সৃষ্টি হয়, তাহলে পরিস্থিতি আরও নাজুক হয়ে পড়বে– ছেলেমেয়েদের হাতে পাঠ্যবই পৌঁছাতে আরও বিলম্ব ঘটবে। কোমলমতি ছেলেমেয়েদের নতুন পাঠ্যবই ছাপানোর কাজটি নিয়ে কেন এত জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে? প্রতিবছরই কেন এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটছে?

প্রেস মালিকদের সাথে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও তার সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাদের টানাপড়েন সৃষ্টি হয়েছে। তাতে মনে হয়, সকল পক্ষই পাঠ্যবই ছাপানোর দায়িত্বকে তাদের ব্যক্তিপর্যায়ের জেদাজেদিতে টেনে নিয়ে গেছেন। কোন পক্ষই জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে না। উভয়পক্ষই তাদের নিজ নিজ স্বার্থটাকেই বড় করে দেখছে। আর যদি তা না হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে– জাতির ভবিষ্যৎ ধ্বংস হোক, দেশের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা গোল্লায় যাক, তাতে কারও কিছু এসে যায় না– জিদটা বহাল রাখাটাই বড়। দেখা যায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃপক্ষীয় তরফ থেকে যখন পাঠ্যবই ছাপানোর টেন্ডার আহবান করা হয়, তখন প্রেস মালিকরা তা বর্জন করেন। আবার প্রেস মালিকরা যখন টেন্ডারে অংশ নেন, কর্তৃপক্ষ তা বাতিল করে দেন। যেন একটা বিপর্যয়কর পরিস্থিতি। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যবই ছাপানোর জন্য চলতি বাজেটে কোন অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়নি। এ অর্থ ঋণ সূত্রে পাওয়া যাবে– এমনটা ধার্য হয়েছিল। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অর্থেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল বিশ্ব ব্যাংক থেকে। কিন্তু বিশ্ব ব্যাংক শর্ত আরোপ করেছিল। তাদের শর্ত ছিল প্যাকেজ ব্যবস্থার মাধ্যমে ১১১টি প্রেস থেকে পাঠ্যবইগুলো ছাপতে হবে। প্রেস মালিকদের সমিতি এতে বেঁকে বসল। বিশ্ব ব্যাংকের মাতব্বরী চলবে না। সবাইকে কাজ দিতে হবে। তারা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আহ্বান করা টেন্ডার বর্জন করল। বিশ্ব ব্যাংকওয়ালারা তাদের শর্ত পূরণ না হওয়ায় তাদের অর্থ যোগানের ওয়াদা তারা প্রত্যাহার করে নিয়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সরকারের নিজস্ব সূত্র থেকে অর্থের সংকুলান করে টেন্ডার ডাকা হল। এবার প্রেস মালিকরা এমন রেট কোট করেন যা এর আগের বছরের চেয়ে দ্বিগুণ। শেষ পর্যন্ত একটা আপসরফা হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রেস মালিকদের মধ্যে। তারপরেও জটিল পরিদর্শন দল নিয়ে। অবশ্য তারও একটা মীমাংসা সময় যখন ফুরিয়ে যায় তখন হয় আপসরফা। এই আপসরফাই যখন, তখন তা সময় মত হল না কেন? সবকিছুকে অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়ে মীমাংসায় পৌঁছতে হল। এর দায়ভার বহন করবে কে– আর এতসবের দায়ী করা যাবে কোন্ পক্ষকে কিংবা কোন্ ব্যক্তি বিশেষকে? আর বিশ্ব ব্যাংকেরই বা শর্ত আরোপের যৌক্তিকতা কোথায়? কেন ১১১টি প্রেসে বই ছাপতে হবে– তাদের কথামত যখন ঐ ১১১টি প্রেসও এদেশেরই। হয়ত কোথাও একটা রহস্য আছে, যে রহস্যের পেছনে থাকতে পারে এদেশীয় কোন মহলের স্বার্থের ইন্ধন।